D:\HRMD\01. SH Dewan\Order\Administrative Order-2021.doc

**ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ**
**প্রধান কার্যালয়, বিডিবিএল ভবন (লেভেল-১৪)**
**৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।**
**হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট**

তারিখঃ ১৫ চৈত্র ১৪২৭
২৯ মার্চ ২০২১

# প্রশাসনিক পরিপত্র নং-১৬ /২০২১

কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের ২৫.০২.২০২১ তারিখের ৫৯২তম সভায় "আইসিবি প্রকল্প ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিলীকরণ ও ঋণ/বিনিয়োগ এর মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২১ অনুমোদিত হয়েছে। পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত " আইসিবি প্রকল্প ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিলীকরণ ও ঋণ/বিনিয়োগ এর মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২১" সকলের অবগতির জন্য এতৎসঙ্গে জারি করা হলো।

০২। কর্পোরেশনের প্রকল্প ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিলীকরণ ও ঋণ/বিনিয়োগ এর মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে "আইসিবি প্রকল্প ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিলীকরণ ও ঋণ/ বিনিয়োগ এর মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২১" অনুসরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

০৩। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ পরিপত্র জারি করা হলো।

**(তানজিনা চৌধুরী)**
মহাব্যবস্থাপক

**বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):**

১. সহকারী মহাব্যবস্থাপক/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিবি।
২. উপ-মহাব্যবস্থাপক/সিস্টেম ম্যানেজার, আইসিবি।
৩. মহাব্যবস্থাপক-এর সচিবালয়, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪. উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর সচিবালয়, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর সচিবালয়, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৬. চেয়ারম্যান-এর সচিবালয়, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৭. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, আইসিবি সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহ।
৮. আইসিবি কর্মকর্তা সমিতি, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৯. আইসিবি কর্মচারী ইউনিয়ন, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১০. অফিস কপি।

**অনুলিপি (কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য):**

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, প্রোগ্রামিং ডিপার্টমেন্ট, আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

# আইসিবি প্রকল্প ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিলীকরণ ও ঋণ/বিনিয়োগ এর মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত নীতিমালা -২০২১।

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

# ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)

## প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

## আইসিবি প্রকল্প ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিলীকরণ ও ঋণ/বিনিয়োগ এর মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত নীতিমালা -২০২১।

**পটভূমি:**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আইসিবি'র পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অনুশাসন অনুসরণ করে আইসিবি বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়ন ও বিনিয়োগ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকল্প ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় আদায়ের ক্ষেত্রেও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া, দায়-দেনা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে খেলাপী কোম্পানি/ঋণগ্রহীতা/উদ্যোক্তার আবেদন বিবেচনা করে প্রদত্ত প্রকল্পের ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিলীকরণ/পুনঃবিন্যাসকরণ ও নবায়ন/মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক/বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট BRPD সার্কুলার পরিপালন করছে। আইসিবিও তদ্রুপ সংশ্লিষ্ট BRPD সার্কুলার অনুসরণ করে আসছে। সম্প্রতি পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত "প্রকল্প অর্থায়ন ও ঋণ আদায় ম্যানুয়াল-২০১৯" এর মাধ্যমে ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিলীকরণ সংক্রান্ত কাজের ধারাবাহিক বিবরণ, দায় দায়িত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিলীকরণ সংক্রান্ত কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান বিস্তারিত উল্লেখ না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন অস্পষ্টতার কারণে খেলাপী ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় আদায় ও পুনঃতফসিলীকরণের কাজ প্রলম্বিত হয়।

মূলত শিল্প, বাণিজ্যে সৃষ্ট অসুবিধা/অনিশ্চয়তা বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন ও নির্দেশনা জারী করেছে। ঋণগ্রহীতা/উদ্যোক্তার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে প্রচলিত আইনী কাঠামোর মধ্যে থেকে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ একটি মেয়াদি ঋণ পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন, নবায়ন বা মেয়াদ বর্ধিত করছে। ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিলিকরণ যা 'Prolongation' বা 'Evergreening' নামেও অভিহিত করা হয়। কখনো কখনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বৃহৎ বিনিয়োগ পত্রকোষের বিপরীতে আদায়ের অনিশ্চয়তার কারণে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে, সে কারণেই সীমিত আকারে ও সীমাবদ্ধতা আরোপ করে বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ পুনঃতফসিলের নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর সংশ্লিষ্ট BRPD Circular-15 তারিখ: ২৩.০৯.২০১২ এবং BRPD Circular-15 এর সংশোধিত BRPD Circular-06 তারিখ-২৯.০৫.২০১৩ এর আলোকে এতদ্‌সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো যা নিম্নরূপ:

### ১.০। শিরোনাম:

এ নীতিমালা "আইসিবি প্রকল্প ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিলীকরণ ও ঋণ/বিনিয়োগ এর মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২১" নামে অভিহিত হবে।

### ২.০। প্রযোজ্যতা:

এ নীতিমালা কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থায়িত/বিনিয়োগকৃত প্রকল্প ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিলীকরণ ও ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তবে বন্ড (Bond)-এর ক্ষেত্রে ট্রাস্ট ডিডের শর্তের আলোকে ও সংশ্লিষ্ট বিধি বিধান পরিপালন সাপেক্ষে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

চলমান পাতা -২

৩.০। সংজ্ঞা:

৩.১. **"বোর্ড"** অর্থ কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ড।

৩.২. **"কোম্পানি"** অর্থে কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২ (ঘ) এ সজ্ঞায়িত কোম্পানি এবং আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন বাংলাদেশে নিগমিত বা বিধিবদ্ধ কোন সংস্থাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩.৩. **"ঋণ"** অর্থ অগ্রিম, ধার, বা অন্য যে কোন আর্থিক আনুকূল্য বা সুযোগ-সুবিধা বা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন।

৩.৪. **"অগ্রিম"** অর্থ বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ঋণ।

৩.৫. **"বিনিয়োগ"** অর্থ ইক্যুইটি বা ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগ এবং অন্য কোন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ।

৩.৬. **"ডিবেঞ্চার"** অর্থে ডিবেঞ্চারসমূহ ইস্যুর ক্ষেত্রে কোন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশে ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার বা ডিবেঞ্চার স্টকও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩.৭. **"শেয়ার"** অর্থ বাংলাদেশে নিবন্ধিত অথবা বাংলাদেশের বাইরে নিবন্ধিত যে কোন জয়েন্ট স্টক কোম্পানির নিবন্ধিত শেয়ার এবং

৩.৮. **"সিকিউরিটিজ"** অর্থে-

(ক) Securities Act, 1920 (X of 1920) এ সংজ্ঞায়িত কোন সরকারি সিকিউরিটি।

(খ) কোম্পানির সম্পদের উপর লিয়েন অথবা অধিকার (Charge) সৃষ্টিকারী কোন উপাদান। এবং

(গ) কোম্পানির ঋণ অথবা ঋণগ্রস্ততা আরোপকারী কোন উপাদান যার উপর কোন তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে অথবা যার উপর কোন তৃতীয় পক্ষের সহিত যুগ্মভাবে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে, এবং যার মধ্যে কোন স্টক, বিনিয়োগযোগ্য শেয়ার, স্ক্রীপ, নোট, ঋণপত্র, ঋণপত্র স্টক, বন্ড, বিনিয়োগ চুক্তি, ডেরিভেটিভ, কমোডিটি ফিউচারস কন্ট্রাক্ট, অপশন্স কন্ট্রাক্ট, এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড এবং পূর্ব প্রাতিষ্ঠানিক সনদ অথবা এতদ্‌সংক্রান্ত প্রদত্ত চাঁদা এবং সাধারণভাবে কোন দাবী অথবা উপাদান, যা সাধারণভাবে সিকিউরিটি হিসাবে পরিচিত; এবং কোন জমার সনদ, দাবীর সনদ অথবা অংশগ্রহণ, অস্থায়ী অথবা অন্তর্বর্তী সনদ, গ্রহণের দলিল, অথবা কোন ওয়ারেন্ট অথবা চাঁদা প্রদানের অধিকার অথবা উপর্যুক্ত কোন উপাদানের ক্রয় অন্তর্ভুক্ত হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মুদ্রা বা নোট, খসড়া, বিনিময়যোগ্য বিল বা ব্যাংক কর্তৃক গৃহিতব্য বা কোন নোট যার পরিপক্কতা (maturity) বা নবায়নের মেয়াদ অতিরিক্ত সময় ব্যতিরেকে, বারো মাসের অধিক নয়, তা অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৩.৯. **"ঋণ গ্রহীতা"** অর্থ আইসিবি হতে আর্থিক সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্প স্থাপন/বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি। এছাড়া সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের উদ্যোক্তা/পরিচালক এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডার অত্র সংজ্ঞার অর্ন্তভুক্ত হবেন।

চলমান পাতা -৩

**৪.০। ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিলকরণে আবেদন বিবেচনার ক্ষেত্রে করণীয়:**

৪.১. শুধুমাত্র Non-Performing (Sub-Standard, Doubtful এবং Bad/Loss) ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিল করার আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে।

৪.২. গৃহিত ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় কেন খেলাপী হয়েছে, সে কারণগুলো নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করতে হবে।

৪.৩. পর্যালোচনা থেকে যদি দেখা যায় যে, ঋণগ্রহীতা/উদ্যোক্তা তহবিল অন্যত্র স্থানান্তর বা সরিয়ে নিয়েছে বা ঋণগ্রহীতা/উদ্যোক্তা অভ্যাসগতভাবে খেলাপী তবে ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিলের আবেদন নাকচ করতে হবে এবং ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় আদায়ের জন্য সূচিত আইনী পদক্ষেপ চলমান থাকবে/শুরু করতে হবে।

৪.৪. পুনঃতফসিলের আবেদন ও নগদে প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট প্রদান করা হলে, সে ক্ষেত্রে অবশ্যই আবেদন প্রাপ্তির ০৩(তিন) মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে।

৪.৫. ডাউন পেমেন্টের বিপরীতে ঋণগ্রহীতা/উদ্যোক্তা প্রদত্ত চেক/পে-অর্ডার নগদায়ন সাপেক্ষে আবেদনের বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

৪.৬. অন্যান্য ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ঋণগ্রহীতা/উদ্যোক্তার দায় দেনার অবস্থান (যদি থাকে) পরীক্ষা করে ঋণগ্রহীতা/উদ্যোক্তার প্রস্তাবিত পুনঃতফসিলকৃত ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পরিশোধের সক্ষমতা যাচাই করতে হবে।

৪.৭. খেলাপী কোম্পানি/ঋণগ্রহীতা/উদ্যোক্তার নগদ অর্থ প্রবাহ বিবরণী (Cash Flow Statement), নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র (Audited Balance Sheet), আয় বিবরণীসহ (Income Statement) অন্যান্য আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনাকরত সংশ্লিষ্ট প্রকল্প/ব্যবসায়িক স্থান সরেজমিন পরিদর্শন করতে হবে। প্রস্তাবিত পুনঃতফসিলকৃত কিস্তি/বিদ্যমান দায় দেনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতা/উদ্যোক্তার সক্ষমতার বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখতে হবে। পরবর্তী নিরীক্ষা কাজের জন্য এ জাতীয় পরিদর্শন প্রতিবেদন সংরক্ষণ করতে হবে।

৪.৮. উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহ যথাযথ যাচাইয়ের পর ঋণগ্রহীতা/উদ্যোক্তা ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পরিশোধে সক্ষম হবেন বলে প্রতীয়মান হলে, ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিল প্রস্তাব বিবেচনা করা যেতে পারে। অন্যথায়, ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় এর বিপরীতে প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণসহ প্রযোজ্য আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪.৯. প্রতিটি ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিল প্রস্তাব ঋণ আদায় সংক্রান্ত রিভিউ এবং মনিটরিং কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত হতে হবে এবং দীর্ঘমেয়াদে সংস্থার লাভজনকতা, তহবিল পর্যাপ্ততার বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে।

৪.১০. যে সব ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার আর্থিক সংকট রয়েছে বা ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় এর অর্থ পুনরুদ্ধার হবে কি না সন্দেহ রয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিল এবং ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় বার বার পুনঃতফসিল করা পরিহার করতে হবে।

চলমান পাতা -৪

## ৫.০। ডাউন পেমেন্টের পরিমাণ:*

৫.১. প্রথমবার পুনঃতফসিলের আবেদন বিবেচনার জন্য মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির ১৫% বা মোট লেজার স্থিতির ১০% যেটি কম তা নগদে প্রদান করতে হবে।

৫.২. দ্বিতীয়বার পুনঃতফসিলের আবেদন বিবেচনার জন্য মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির ৩০% বা মোট লেজার স্থিতির ২০% যেটি কম তা নগদে প্রদান করতে হবে।

৫.৩. তৃতীয়বার পুনঃতফসিলের আবেদন বিবেচনার জন্য মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির ৫০% বা মোট লেজার স্থিতির ৩০% যেটি কম তা নগদে প্রদান করতে হবে।

৫.৪. ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় সর্বোচ্চ তিন বার পুনঃতফসিল করা যেতে পারে। তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ ক্ষেত্রে তিন বারের বেশি পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদন নিতে হবে।

৫.৫. ঋণ আদায়ের স্বার্থে কেস টু কেস মেরিট বিবেচনায় ন্যূনতম/প্রযোজ্য ডাউন পেমেন্টের চেয়ে কম ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ করেও ঋণ পুনঃতফসিল করা যাবে। তবে এ জাতীয় প্রতিটি কেস ঋণ আদায় সংক্রান্ত রিভিউ ও মনিটরিং কমিটির সুপারিশক্রমে পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

## ৬.০। ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিলের সময়সীমা:

৬.১. ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিলীকরণ ন্যূনতম একটি যৌক্তিক সময়ের জন্য প্রযোজ্য হতে হবে।

৬.২. পুনঃতফসিলের জন্য বিবেচনাধীন ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় যথার্থ মূল্যায়ন এবং ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় সর্বোচ্চ তিন বার পুনঃতফসিল করা যেতে পারে।

৬.৩. প্রকল্প ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিলের জন্য নিম্নোক্ত সময়সীমা প্রযোজ্য হবে:

| পুনঃতফসিলের সংখ্যা | Sub Standard/সম-পর্যায়ের শ্রেণিকৃত ঋণ/বিনিয়োগ | Doubtful/সম-পর্যায়ের শ্রেণিকৃত ঋণ/বিনিয়োগ | Bad/Loss/সম-পর্যায়ের শ্রেণিকৃত ঋণ/বিনিয়োগ |
|---|---|---|---|
| ১ম পুনঃতফসিল | সর্বোচ্চ ৩৬ মাস | সর্বোচ্চ ২৪ মাস | সর্বোচ্চ ২৪ মাস |
| ২য় পুনঃতফসিল | সর্বোচ্চ ২৪ মাস | সর্বোচ্চ ১৮ মাস | সর্বোচ্চ ১৮ মাস |
| ৩য় পুনঃতফসিল | সর্বোচ্চ ১২ মাস | সর্বোচ্চ ১২ মাস | সর্বোচ্চ ১২ মাস |

তবে শর্ত থাকে যে, উপর্যুক্ত সময়সীমা মেয়াদ অনুত্তীর্ণ ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শেষ কিস্তির তারিখের সাথে যোগ করে পরিশোধসূচি প্রণীত হবে এবং পুনঃতফসিলের তারিখ হতে কার্যকর হবে। মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পুনঃতফসিলকরণের তারিখ হতে পরিশোধসূচি প্রণীত ও কার্যকর হবে।

৬.৪. পুনঃতফসিলকৃত পাওনা মাসিক/ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হবে। পুনঃতফসিল পরবর্তী খেলাপি কিস্তির পরিমাণ যদি ৬ টি মাসিক কিস্তির সমান অথবা পরপর ২ টি ত্রৈমাসিক কিস্তির সমান হয় তবে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় Bad/Loss ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় হিসেবে শ্রেণিকৃত হবে।

চলমান পাতা -৫

## ৭.০। ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিলীকরণ অনুমোদন:

ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিল সংক্রান্ত আবেদন নিম্নোক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে:

| ব্যবসার ধরণ/প্রকৃতি | ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্তৃপক্ষ | প্রকল্পে ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরী প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| সেতু ঋণ, ডিবেঞ্চার ঋণ, শেয়ার পুনঃক্রয়, প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রয়, ডিবেঞ্চার ক্রয়, লিজিং, ইক্যুইটির বিপরীতে অগ্রীম,কনজ্যুমার ক্রেডিট খাতে ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিলকরণ। | পরিচালনা বোর্ড | পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সকল কোম্পানি/প্রকল্প। | অত্র নীতিমালা পরিপালন সাপেক্ষে |
| সেতু ঋণ, ডিবেঞ্চার ঋণ, শেয়ার পুনঃক্রয়, প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রয়, ডিবেঞ্চার ক্রয়, লিজিং, ইক্যুইটির বিপরীতে অগ্রীম,কনজ্যুমার ক্রেডিট খাতে ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিলকরণ। | ব্যবস্থাপনা পরিচালক | ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং মহাব্যবস্থাপক (সংশ্লিষ্ট) কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ও বিতরণকৃত কোম্পানি/প্রকল্প। | অত্র নীতিমালা পরিপালন সাপেক্ষে |

## ৮.০। পুনঃতফসিলকৃত প্রকল্পের রিপোর্ট প্রেরণ:

ঋণ এর দায় পুনঃতফসিল করা হয়েছে এমন ঋণগ্রহীতা/উদ্যোক্তার হিসাবের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংক এ প্রেরণ করতে হবে:

৮.১. এ জাতীয় পুনঃতফসিলকৃত ঋণ হিসাবের তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (CIB)-এ রিপোর্ট করতে হবে।

৮.২. CIB-এ রিপোর্ট করার সময়, পুনঃতফসিলকৃত ঋণ প্রথমবার পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে RS-1, দ্বিতীয়বার পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে RS-2 এবং তৃতীয়বার পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে RS-3 হিসেবে প্রদর্শন করতে হবে।

৮.৩. সুদ মওকুফের মাধ্যমে পুনঃতফসিলের সুবিধা গ্রহণ করা হলে, প্রতিবেদনের প্রথম বার পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে RSIW-1, দ্বিতীয়বার পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে RSIW-2 এবং তৃতীয় বার পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে RSIW-3 উল্লেখ করতে হবে।

৮.৪. পুনঃতফসিলকরণের সংখ্যা মঞ্জুরীপত্র ও CL ফরমের তারিখের কলামে মঞ্জুরী/সর্বশেষ নবায়ন/পুনঃতফসিল RS-1/RS-2/RS-3 বা RSIW-1/RSIW-2/RSIW-3 হিসেবে প্রদর্শন করতে হবে।

চলমান পাতা -৬

## ৯.০। ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ বৃদ্ধি (Extension):

নিম্নবর্ণিত শর্ত এবং বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে:

৯.১. ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবটি অবশ্যই নিয়মিত হতে হবে (Unclassified: Standard or SMA)।

৯.২. মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবটি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৯.৩. সময় বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবিত মেয়াদ, ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবটির স্বাভাবিক মেয়াদ পূর্তির অবশিষ্ট সময়ের ২৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে। তবে সার্বিক বিবেচনায় কর্পোরেশনের জন্য লাভজনক বিবেচিত হলে, কেস টু কেস মেরিট বিবেচনায় পরিচালনা বোর্ড মেয়াদ বৃদ্ধির সীমা বাড়াতে পারবে।

৯.৪. ঋণের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রতিটি আবেদন ঋণ আদায় সংশ্লিষ্ট রিভিউ ও মনিটরিং কমিটির সুপারিশক্রমে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

## ১০.০। ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমোদন:

ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত আবেদন নিম্নোক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে:

| ব্যবসার ধরণ/প্রকৃতি | ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্তৃপক্ষ | ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরী প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| সেতু ঋণ, ডিবেঞ্চার ঋণ, শেয়ার পুনঃক্রয়, প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রয়, ডিবেঞ্চার ক্রয়, লিজিং, ইক্যুইটির বিপরীতে অগ্রীম,কনজ্যুমার ক্রেডিট খাতে ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের মেয়াদ বৃদ্ধি। | পরিচালনা বোর্ড | পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত/বিতরণকৃত কোম্পানি/প্রকল্প। | অত্র নীতিমালা পরিপালন সাপেক্ষে |
| সেতু ঋণ, ডিবেঞ্চার ঋণ, শেয়ার পুনঃক্রয়, প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রয়, ডিবেঞ্চার ক্রয়, লিজিং, ইক্যুইটির বিপরীতে অগ্রীম, কনজ্যুমার ক্রেডিট খাতে ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের মেয়াদ বৃদ্ধি। | ব্যবস্থাপনা পরিচালক | ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং মহাব্যবস্থাপক (সংশ্লিষ্ট) কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ও বিতরণকৃত কোম্পানি/প্রকল্প। | অত্র নীতিমালা পরিপালন সাপেক্ষে |

## ১১.০। ঋণ আদায় সংশ্লিষ্ট রিভিউ ও মনিটরিং কমিটির গঠণ:

কর্পোরেশনের উর্ধ্বতন নির্বাহীদের সমন্বয়ে ঋণ আদায় সংক্রান্ত রিভিউ ও মনিটরিং কমিটি গঠিত হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমিটি গঠণ ও পুনর্গঠনের ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

চলমান পাতা -৭

**১২.০। ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিলীকরণ ও ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে পরিপালনীয় বিষয়াদি:**

১২.১. কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রকল্পস্থল সরেজমিন পরিদর্শন ও পরিদর্শন প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ বরাবর উপস্থাপন করতে হবে।

১২.২. পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ প্রাপ্ত তথ্যাবলী সম্বলিত স্মারক কর্পোরেশনের রিভিউ এন্ড মনিটরিং কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে।

১২.৩. রিভিউ ও মনিটরিং কমিটির সুপারিশ সম্বলিত স্মারক কর্পোরেশনের ব্যবসায়িক, আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণপত্র অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ সমীপে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।

১২.৪. ঋণগ্রহীতা/উদ্যোক্তার ব্যবসা চলমান থাকলে সেখান থেকে কি পরিমাণ আয়ের সংস্থান হতে পারে তা যাচাই সংক্রান্ত তথ্যাদি উল্লেখ করতে হবে।

১২.৫. পুনঃতফসিলকৃত বকেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্ট প্রধান মাসিক ভিত্তিতে আদায় অগ্রগতি নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে নিয়মিত বৈঠক করবেন এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন।

১২.৬. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের মাধ্যমে বকেয়া আদায়ের অবস্থান ও গৃহিত ব্যবস্থাদি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট উপস্থাপন করবেন।

১২.৭. ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় তামাদি হওয়ার আশংকা থাকলে পুনঃতফসিলের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা না করে অনাদায়ী অর্থ আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করতে হবে।

১২.৮. ঋণ/বিনিয়োগ এর দায় পুনঃতফসিলের যৌক্তিকতার স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র, গুরুত্বপূর্ণ দলিল বিবেচনায় প্রচলিত নিয়মে তা সংরক্ষণ করতে হবে।

**১৩.০। বিশেষ প্রেক্ষাপটে জারীকৃত বিধি-বিধান পরিপালন:**

অত্র নীতিমালায় উল্লেখ নেই কিন্তু সময় সময় বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) কর্তৃক ঋণ/বিনিয়োগের মঞ্জুরী, বিতরণ, আদায়, প্রণোদনা ইত্যাদি বিষয়ে জারীকৃত আইন, নীতিমালা ও পরিপত্র ইত্যাদি পরিচালনা বোর্ডের অবগতি ও অনুমোদনক্রমে পরিপালন করা যাবে।

**১৪.০। বিবিধ:**

১৪.১. অত্র নীতিমালা কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও পূর্বে সম্পাদিত কাজ যথাযথ ও গৃহিত সিদ্ধান্ত পূর্ণ বাস্তবায়ন পর্যন্ত কার্যকর রয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

১৪.২. অত্র নীতিমালা সংশোধন, সংযোজন, রহিতকরণ একমাত্র পরিচালনা বোর্ডের কর্তৃত্বে ও অনুমোদনক্রমে সম্পন্ন হবে।

=সমাপ্ত=